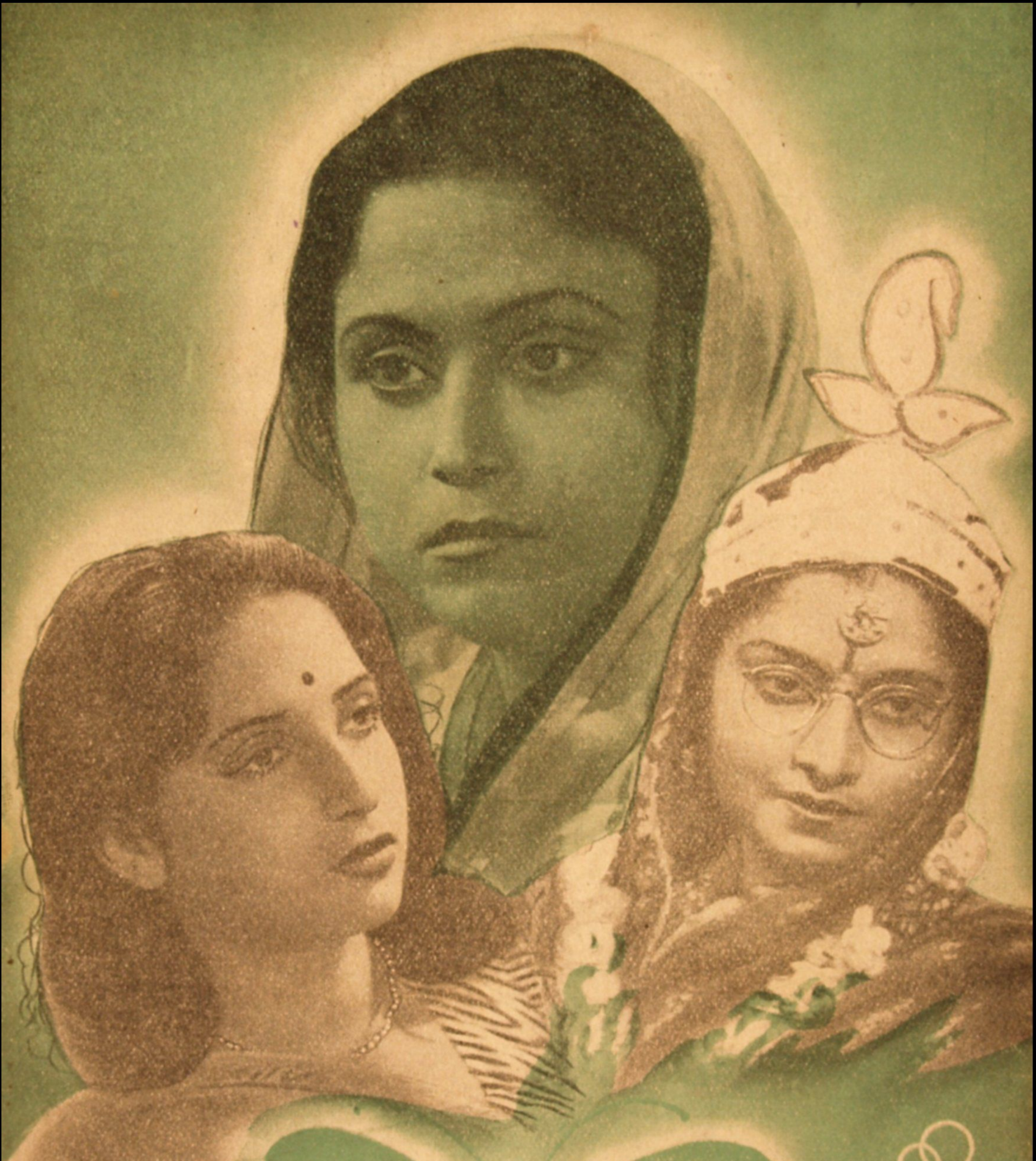

সন্ধ্যা-বেলার রূপকথা

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিক্চার্স লিমিটেড্

এস. এল. কারনানী প্রযোজিত

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিমিটেডের নিবেদন—

সন্ধ্যা-বেলার রূপ-কথা

রচনা ও পরিচালনা :

শৈলজানন্দ

কর্ম্মীসঙ্ঘ

চিত্র-শিল্পী : বিভূতি দাস
গীতিকার : প্রণব রায় ও মোহিনী চৌধুরী
প্রধান শব্দ-যন্ত্রে : গৌর দাস
রসায়ণাগারে : ধীরেন দাসগুপ্ত
সম্পাদনায় : কালী রাহা
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : বটু সেন
স্থির-চিত্রে : গোপাল চক্রবর্ত্তী
রূপসজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনায় : সুধীর সরকার
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : প্রমোদ সরকার

*

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ল্যাবরেটারীতে
পরিস্ফুটিত
এবং
আর, সি, এ, শব্দ-যন্ত্রে
গৃহীত।

*

সহকারীগণ

পরিচালনায় : মোহিনী চৌধুরী,
মুরলীধর বসু
বিমল রায়
কুবের বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পে : সুধাংশু ঘোষ
প্রতাপ সিংহ
জ্যোতির্ম্ময় লাহা
শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ
সম্পাদনায় : নীরেন চক্রবর্ত্তী
তারাপদ ঘোষ
নির্ম্মলানন্দ মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীতে : শ্যামল দাসগুপ্ত
শিল্পনির্দ্দেশনায় : কানাই চ্যাটার্জ্জি
নরেশ ঘোষ
রূপসজ্জায় : দুলাল দাস
বিজয় নন্দন
ব্যবস্থাপনায় : বলাই বসাক
স্থিরচিত্রে : শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা

সুবল দাসগুপ্ত

ভূমিকায় : সুনন্দা দেবী, মীরা মিশ্র, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, লীলাবতী, অণিমা, মনোরমা (বড়), প্রদীপ বটব্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ফণী রায়, নবদ্বীপ হালদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পশুপতি কুণ্ডু, বিজয় মল্লিক, আদল, বাদল, কালী চক্রবর্ত্তী, বাণীবাবু, নরেন চক্রবর্ত্তী, কালীপদ ঘটক এবং আরও অনেকে।

পরিবেশক—ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্চার্স লিঃ, ৬, লুকাস লেন, কলিকাতা।

সন্ধ্যা-বেলার রূপ-কথা

সন্ধ্যা আর বেলা—দু'টি মেয়ে। তাদেরই রূপের কথা।

সন্ধ্যা মস্ত বড়লোকের মেয়ে। মাট্রিক্ পাশ করে' কলেজে পড়ছে। প্রচুর ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সংসারে আছে মাত্র এক বিধবা কাকীমা নিঃসন্তান মল্লিকা। ভাসুরের মেয়ে—এই সন্ধ্যাকে তিনি এতটুকু বয়েস থেকে নিজের মেয়ের মত কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছেন।

সেই সন্ধ্যার জন্যে ঘটক আসা যাওয়া করছে, কিন্তু মল্লিকার পছন্দ হচ্ছে না কাউকেই। তার নিজের ছেলে নেই, মেয়ে নেই, সন্ধ্যার বিয়ে হয়ে গেলে সে চলে যাবে তার শ্বশুরবাড়ী।—মল্লিকা একা ঘরে তাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবেন না। কাজেই তিনি একে একে সকলকেই বিদায় করে' দিলেন।

মল্লিকার একটি ভাইপো ছিল—বি-এ পাশ করেছে দেশের এক কলেজ থেকে।

নিজের ভাই-পো। এর সঙ্গে সন্ধ্যার যদি বিয়ে দেওয়া যায়, এত এত বিষয়-সম্পত্তি অচেনা-অজানা লোকের হাতে গিয়ে পড়বে না। সবই তাঁর ভাইপোই পাবে।

অরুণ এলো কলকাতায়।

মল্লিকা সব আয়োজন ঠিক করে' ফেললেন তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা-অরুণের বিয়ে দেবার জন্যে।

কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে অরুণ দিলে সব ভেস্তে। পিসিমার মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিয়ে বসলো—সন্ধ্যাকে বিয়ে সে করবে না।

অরুণকে বাধ্য হয়ে পিসিমার বাড়ী থেকে চলে যেতে হলো।

কলকাতা শহরের পথে-পথে অরুণ চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অরুণ খুব ভাল গান গাইতে পারতো। একদিন কালীঘাটের কাছাকাছি একটি বাড়ীতে তার একটি চাকরি জুটলো। একটি মেয়েকে গান শেখাবার চাকরি। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হ'লো সেই বাড়ীরই পাশে অন্নপূর্ণা বোর্ডিংএর দোতলার একটি ঘরে।

মেয়েটির নাম বেলা। তখনও তার বিয়ে হয়নি। দেখতেও সুন্দরী।

বেলাকে অরুণের ভাল লাগলো। অরুণ বললে বেলাকে সে বিয়ে করবে।

বেলার বাবা দক্ষিণাবাবু কিন্তু রাজি হলেন না। একদিন দু'জনকে কাছে ডেকে অরুণকে বেশ খানিকটা তিরস্কার করে' বলে দিলেন, সে যেন তার বাড়ীতে আর না আসে।

এদিকে অন্নপূর্ণা বোর্ডিংএ একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটে গেল। দোতলার একটা ঘরে খুব গোলমাল হচ্ছে শুনে অরুণ সেই ঘরে গিয়ে দেখে—কিম্ভূতকিমাকার বেঁটে একটি লোককে সবাই মিলে খুব অপমান করেছে। তার অপরাধ—সে নাকি ললিতবাবুর আর্শী নিয়ে নিজের মুখ দেখছিল, হঠাৎ সেই আর্শীটা তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

এই সামান্য অপরাধের জন্য ললিতবাবু তাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করতেও কসুর করেননি। দেখে অরুণের দয়া হ'লো। তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে' অরুণ তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

লোকটির নাম গজানন চৌধুরী। সবাই তাকে গজু বলে' ডাকে। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া কাপড়! লোকটিকে দেখে মনে হয়—নিতান্ত দরিদ্র।

গজুর এত উপকার জীবনে কেউ কখনও করেনি। কাজেই কেমন করে' সে এই উপকারের ঋণ পরিশোধ করবে সেই কথাই দিবারাত্রি ভাবতে থাকে।

অন্নপূর্ণা বোর্ডিংএর যে-ঘরে এরা থাকে, ঠিক তার পাশের বাড়ীর সাম্‌নের ঘরেই থাকে বেলা।

এ-ঘরের জানালা খুললে দেখা যায়, ও-ঘরের জানলা খুলে বেলা দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে অরুণ, ওদিকে বেলা!

একই ঘরে থাকে গজু। কাজেই গজুর কাছে কিছুই আর গোপন থাকে না। গজু বলে, বেলার কাছ থেকে আপনি একটু দূরে-দূরে থাকবেন।

অথচ প্রেম তখন তাদের অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অরুণ আর বেলা ষড়যন্ত্র করলে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে।

গজু শুনলে তাদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা। অরুণকে এ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টাও সে কম করলে না। তারপর একদিন সে তার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা অরুণকে জানালে। সেও বিয়ে করেছিল এক সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু তার সেই সুন্দরী বিবাহিতা স্ত্রী তার সেই প্রাণ-ঢালা ভালবাসার প্রতিদান দিলে—স্বামীর নামে আদালতে নালিশ' করে'।

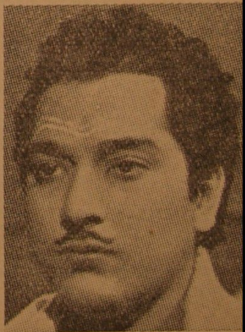

এর পরেও যে-অরুণবাবু তার এত উপকার করেছেন, সেই অরণবাবু যদি তার চোখের সুমুখে সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করে' অজান্তে তাঁর নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনতে চান, তাকে সে সমর্থন করে কেমন করে'?

অরুণবাবুকে বাধা দিবার অনেক চেষ্টা করলে গজু। কিছুতেই যখন কিছু হ'লো না, তখন একদিন সে এক বড় অদ্ভুত কাণ্ড করে' বসলো।

অরুণ গিয়েছিল তার পিসিমার বাড়ী। সেই অবসরে গজু ভারি এক মজার ফন্দি করে' বেলাকে নিয়ে—সোজা চলে গেল কাশী।

গজুর মনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সে শুধু চেয়েছিল—অরুণের উপকার করতে। বেলাকে বিয়ে করে' ঠিক তার মত অরুণবাবুকেও যেন সারাজীবন জলেপুড়ে মরতে না হয়—এই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কাশী যাবার আগে গজু তাই অরুণবাবুকে একখানি চিঠি লিখে রেখে গেল।—অরুণবাবু, বেলা আমার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। এই আপনার সুন্দরী মেয়ের ভালবাসা!

পিসিমার বাড়ী থেকে অন্নপূর্ণা বোর্ডিংএ ফিরে এসে অরুণ দেখলে—গজুর এই চিঠি। তারপর, সত্যিই দেখলে বেলা নেই।

সর্বনাশ! তাহ'লে গজুর কথাই সত্যি?

অরুণ তৎক্ষণাৎ চলে গেল তার পিসিমার বাড়ী। গিয়ে বললে সে সন্ধ্যাকেই বিয়ে করবে।

শেষ পর্য্যন্ত করলেও তাই।

কিন্তু ভালবাসার নারীকে বিবাহ না করতে পেরে অরুণ যে নারীকে বিবাহ করল তাকে কি সত্যই কোনদিন ভালবাসতে পারল?

সঙ্গীতাংশ

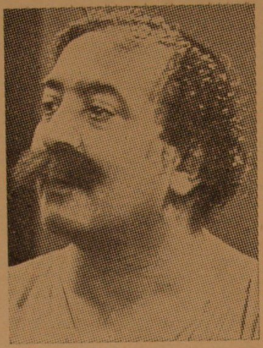

(১)

বন ফুলে গাঁথা মালা কণ্ঠে দোলে
নব অনুরাগে দোলে পরাণ রাধা
দোলে শ্যাম সুন্দর রাধিকা সনে
মধুবনে নীপশাখে ঝুলন বাঁধা ॥
যমুনারি কালো জলে আলো ঝলমল
একটি মৃণালে দোলে যুগল কমল
দুটি হিয়া দোলে আজো একই স্বপনে
একই সুরে বেণু বীণা রয়েছে সাধা ॥
প্রেমের দোলায় আজও ভুবন দোলে
মিলন লীলায় মন আপন ভোলে।
দোলে শ্যামসুন্দর রাধিকা সনে
মধুবনে নীপ শাখে ঝুলন বাঁধা ॥
দিকে দিকে লাগে দোলে জাগে কলরোল
অন্তর যমুনা যে হ'লো উতরোল।
'চঞ্চল মন বলে অভিসারে চল'
মিলন পিয়াসী কভু মানে না বাধা ॥

(২)

সন্ধ্যা : আমার হৃদয় নিয়ে নিদয় তুমি
খেলছো ছিনিমিনি
তোমায় চিনি চিনি তোমায় চিনি চিনি।
অরুণ : আমার ধ্যান ভাঙ্গেনা যতই নূপুর
বাজাও রিনিঝিনি।
ওগো পূজারিণী ওগো পূজারিণী ॥
সন্ধ্যা : জেনেছি গো জেনেছি আজ হৃদয়
শিকারী
ভোলাতে মন প্রথম তুমি সাজলে ভিখারী
অরুণ : কাঙ্গাল বলে ভাবলে কেন
কাঙ্গালিনী গো
সন্ধ্যা : তোমায় চিনি চিনি গো ॥
অরুণ : অলি জ্বলতে আসে আগুনে সে
দোষ কি আগুনের ?
সন্ধ্যা : যদি শুক্নো শাখে ফুল না ফোটে
দোষ কি ফাগুনের ?
অরুণ : তোমার চকোর যেন চাঁদের
আশায় স্বপ্নো রচেনা
সন্ধ্যা : নাইবা তুমি চিন্লে মোরে রইবো
অচেনা ॥
অরুণ : তবু প্রেমের হাটে দেখ্‌বো রূপের
বিকিকিনি গো নূতন পসরিনী ॥
সন্ধ্যা : চিনি চিনি তোমায় চিনি চিনি
অরুণ : চিনি চিনি তোমায় চিনি চিনি

(৩)

সন্ধ্যাবেলার পাখীর মত আমার এ গানখানি
বেড়ায় একা ফিরে,
কে তাহারে ঠাঁই দেবে গো আপন
বুকের নীড়ে।
ভীরু তাহার ভাষা
আজো মেলেনি তার বাসা,
তবু আশা কখন পাবে প্রাণের সাথীটিরে।
দিনের পরে দিনগুলি হায় করে যাওয়া আসা
সে খুঁজে বেড়ায় আর কিছু নয় একটু
ভালবাসা।
তারি মধুর স্বপ্ন যে তার জাগে হৃদয় ঘিরে
কে তাহারে ঠাঁই দেবে গো আপন
বুকের নীড়ে।

(৪)

বেলা : ওপারের ঢেউ লাগে এপারে
(আজি) হৃদয় যমুনা ছলছল্
অরুণ : তারি স্রোতে কে গো ভাসাও
আন্‌মনে গানের কমল।
বেলা : এ পারের গান ভেসে ভেসে
যায় কি গো ওপারের দেশে
অরুণ : ওপারেতে ফুল ফোটে যবে
এ পারে ভ্রমর চঞ্চল।
অরুণ : ওপারের মনের কথা
(বাজে) এপারে কবির বাঁশীতে—
বেলা : ওপারের ইসারা জাগে
এ পারের মৃদু হাসিতে—
অরুণ : তুমি আছ তাই মোর ঘরে
স্বর্গের ছায়া এসে পড়ে।
বেলা : তুমি আছ তাই রঙে রঙে
(মোর) মনের আকাশ ঝলমল্ ॥

(৫)

(তোরা) শুনে যা আমার দুখের কাহিনী দাঁড়ায়ে পথের ধারে,
(আর) বঁধুয়ার সাথে যদি দেখা হয় কথা শুনাস তারে।
আমার বঁধুর প্রেমের গরবে ছিনু আমি গরবিণী
(আজ) অভাগী রাধার কপাল দোষে রাণী হ'ল ভিখারিণী।
সুখ নিশি না পোহাতে দীপ নিভিল গো ফুল সে যে রহিল পড়িয়া
আধো গাঁথা মালাখানি গাঁথা যে হ'ল না হায়—
আসি বলে চলে গেল পিয়া
দিন গেল রাতি গেল, সুখ গেল সাথী গেল
শুকাইল রাই কমলিনী ॥
পাতিয়া সে মায়া ফাঁদ রাধার হৃদয় চাঁদ
হরে নিল কোন মায়াবিণী
রাধার ভুবন আঁধার হোল, পিয়া মুখ চন্দ্রবিনে
রাধার ভুবন আঁধার হোলো, হরে নিল কোন মায়াবিণী।
হায় গো সেদিন হোতে মোর চোখের কাজল ধুয়ে মিশে গেছে
যমুনার কালো স্রোতে
কতবার ভাবি মরিয়া জুড়াই বিরহ যমুনা কূলে
(তবু) মরিতে পারি না, যদি সে নিঠুর ফিরে আসে পথ ভুলে।
(যদি) ফিরে আসে, প্রাণের প্রাণ সে ফিরে আসে,
প্রাণ রেখেছি এই আসে যদি প্রাণের প্রাণ সে ফিরে আসে
যদি ফিরে আসে পথ ভুলে।

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি, অবিনাশ চন্দ্র বানার্জ্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

★ যে ছবিগুলির
চাহিদা
আজিও অনস্বীকার্য্য !

●

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স
লিঃ-এর বাংলা দুইটী চিত্র !

নারীর রূপ

চরিত্রে : রমলা, রেণুকা, রবীন
জহর, পাহাড়ী প্রভৃতি

নিরুদ্দেশ

চরিত্রে : সন্ধ্যা, দীপ্তি, সুপ্রভা
অসিত, রবীন, ছয়া প্রভৃতি

পরায়া বশ্‌মে

(হিন্দী চিত্র)

চরিত্রে : প্রাণ ও আশা

●

পরিবেশক :
★ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স লিঃ
৬নং লুকাস লেন, কলিকাতা

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ৬নং লুকাস লেন কলিকাতা, ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিঃ-এর পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও কালিকা প্রেস লিঃ ২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।